"মিষ্টি বাচ্চারা - দূরদর্শী আর বিশাল বুদ্ধির হও, শিব বাবার কার্যে কখনো ডিস্টার্ব করবে না, যে ডিস্টার্ব করে সে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে না"

*প্রশ্নঃ - এই দুনিয়াতে মানুষের কি খেয়াল আসে, যা সত্যযুগী দেবতাদের কখনোই আসবে না?

*উত্তরঃ - এখানে মানুষ মনে করে যে, আমি যদি উপার্জন করি তাহলে আমার পুত্র - পৌত্র ভোগ করবে, এই খেয়াল কিন্তু দেবতাদের মধ্যে আসে না, কেননা তাঁদের পুত্র এবং পৌত্র এখান থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে যায় । ওরা মনে করে যে, আমাদের অবিনাশী রাজত্ব। এখানেই প্রত্যেকে নিজের - নিজের পুরুষার্থ করছে ।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা, তুমিই ভাগ্য বিধাতা.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা মাতা-দের মহিমা শুনেছে । বাচ্চারা জেনে গেছে যে, কোন্ কোন্ মাতার মহিমা হয় । মাতাদের এতো মহিমা করা হয়, তাহলে অবশ্যই তারা ছিলেন। এখন তো তারা নেই। যে জগদম্বা ছিলেন, ভক্তিমার্গে তাঁর মহিমা করা হয় । এখন তিনি কি করে গিয়েছিলেন -- এ তোমরাও জানতে না । মানুষ জগদম্বার মন্দিরে যায়, গিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছু না কিছু চায় । কেউ কেউ তো বাচ্চার আশা করে, কেউ আবার আশীর্বাদ চায় । এখন এই জড় চিত্র তো কিছু করতে পারে না, না সে বুঝতে পারে, কিন্তু এ হলো ভক্তি । তোমরা জানো যে, তিনি অতীতে হয়ে গেছেন। জগদম্বার অনেক মহিমা । একজন তো নয়, তোমরা সবাই ব্রাহ্মণ কুলের পালনা করো, এরপর দৈবী কুলের পালনা করবে । তোমরা এই সময় সমস্ত জগতের পালনা করো কিন্তু কেউই তা জানে না । চণ্ডিকা দেবীরও মেলা হয় । চণ্ডিকা নাম দেখো কতো ছিঃ - ছিঃ ! বাবা বলেন, যে আশ্চর্যবৎ ভাগন্তি হয়ে বাবাকে ত্যাগ করে চলে যায়, সে-ই গিয়ে চণ্ডালের জন্ম পায় । ঘরে যখন কেউ চঞ্চলতা করে, তখন তো তাকে বলা হয় -- তুমি চণ্ডী, তুমি চণ্ডাল। বরাবর তোমরা দেখো যে, শিব বাবার হয়ে তবুও খুবই চঞ্চলতা করে, চঞ্চলতা অর্থাৎ অবজ্ঞা করে, শিব বাবার সার্ভিসে ডিস্টার্ব করে, আর শেষ পি চলেও যায় । কোনো ব্রহ্মাকুমারী সেন্টারে থাকলে, কিছু চঞ্চলতা যদি করে, কাউকে যদি বোঝাতে না পারে বা যদি ক্রোধ করে, তখন সবাই বলবে যে, এর মধ্যে তো খুবই ক্রোধ। এখন চণ্ডিকা একজন তো নন, অনেক হয় । দেবীদের অনেক মহিমাও আছে, তারপর এমন যারা চণ্ডিকা আদি হয়, তাদেরও মহিমা আছে । তবুও তো ঈশ্বরের হয়েছে । যদিও কেউ চলেও যায়, তবুও তো স্বর্গে তো আসবে, তাই না । মালিক তো হবে, তাই না । যদিও মালিক তো রাজা - রানীই হয়, কিন্তু ওখানে প্রজাও বলবে যে, আমি মালিক। মানুষ তো বলে, আমার ভারত মহান। আজকাল তো গীতও গাইতে থাকে - ভারত খুব সুন্দর ছিলো ।

তোমরা এখন অসীম জগতের বাবার বাচ্চা হয়েছো । গোপী বল্লভের গোপ - গোপীর গায়ন আছে । বল্লভ বাবাকে বলা হয় । এমন গায়নও আছে যে, এক গোপী বল্লভের অনেক গোপ - গোপী । সত্যযুগ আদিতে তো গোপিকা ইত্যাদির কোনো কথাই নেই। বাচ্চারা, তোমরা এখন বিশাল দূরদর্শী বুদ্ধির হয়েছো । তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গিয়েছে । তোমরা এই জন্মের জীবন কাহিনীকে খুব ভালোভাবে জানো । প্রত্যেকেরই তো নেশা থাকে, তাই না । এখন যে বিড়লারা রয়েছে, তাদের তো ধনের নেশা থাকবে, তাই না । তারা মনে করবে -- আমরা সবথেকে বিত্তবান, কিন্তু তোমরা জানো যে, আজ যে বিত্তবান আছে, সে আবার গরীব হয়ে যাবে । তোমাদের এবং অন্য মানুষের বুদ্ধির মধ্যে রাতদিনের তফাৎ। কারোর কোনো নেশা, কারোর আবার অন্য কোনো নেশা থাকে যে - আমি অমুক, আমি এমন। এনারও (ব্রহ্মা) তো নেশা ছিলো তাই না যে - আমি অনেক বড় জহুরী । এখন বুঝতে পারেন, সেই সব নেশা কড়ি তুল্য। বাচ্চারা, তোমাদের কতো নেশা চড়ে রয়েছে । ওরা মনে করে যে, আমরা উপার্জন করবো আর আমাদের পুত্র - পৌত্র ভোগ করবে । এখানে তো এমন কথা নেই। তোমরা জানো যে, আমরা অসীম জগতের বাবাকে জেনে তাঁর থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি । যার প্রালব্ধ হিসাবে আমরা জন্ম - জন্ম পদ প্রাপ্ত করবো । পুত্র - পৌত্র ইত্যাদিরাও এখানেই পুরুষার্থ করছে । 'আমার পৌত্র ভোগ করবে'.....এমন খেয়াল ওখানে থাকে না । বুঝতে পারে যে, এ হলো অবিনাশী রাজত্ব। এখানকার ধনী ব্যক্তিরাও মনে করে যে - পুত্র - পৌত্র ভোগ করবে । তোমরা এখন বাবার থেকে এতটাই উত্তরাধিকার গ্রহণ করো, এমনই কর্ম করো যে, ২১ জন্ম তোমরা সেই ফল প্রাপ্ত করো, পুত্র - পৌত্রের খেয়াল থাকে না । ওরাও সব এখানেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে । তোমাদের কতো জ্ঞান, মনুষ্য তো কিছুই জানে না । গড ফাদার, যাঁকে এতো স্মরণ করে, অবশ্যই তাঁর থেকে এতো বেশী সুখই প্রাপ্ত করবে । মানুষ তো গেয়েও থাকে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, দয়া করো । তাঁকে পরম আত্মা বলা হয়, তিনি

হলেন সুপ্রীম। তিনি জনম - মরণ রহিত, তাই তাঁকে পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলা হয় । সব আত্মাদের রূপ একই রকম। আত্মা যেমন - যেমন পুরুষার্থ করে, তেমন পদ পায় । এঁর আত্মা খুব ভালো পড়াশোনা করে তাই নারায়ণ হয় । কেউ আবার ফেল করলে রাম হবে । আত্মাই তো এমন হয়, তাই না । তোমাদের আত্মা মনে করে যে, আমি পরমপিতা পরমাত্মার কাছে রাজযোগ শিখছি । আত্মা আবার এসে নতুন বস্ত্র ধারণ করে ভূমিকা পালন করবে, নর থেকে নারায়ণ হবে । বাচ্চারা, একথা তোমাদের বুদ্ধিতে পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে আছে । এরপর এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে । ওখানে কোনো পতিত থাকবে না । জ্ঞান কাকে দেবে ? পপতিত পাবনকে তো এখানে স্মরণ করা হয় । আচ্ছা, যদি মনে করো যে, গঙ্গা পতিত পাবনী, তাহলেও তো গঙ্গা রাজযোগ শেখাতে পারবে না, বাবাই তো রাজযোগ শেখান, তাই না । বাচ্চারা, এই সম্পূর্ণ ড্রামার রহস্য আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমাদের বুদ্ধিতে আছে ।

তোমরা তো সবাই একই ক্লাসে পড়ো, কিন্তু নম্বরের ক্রমানুসারে আছো । শুরুর দিকে ৩০০ জনের ভাট্টী ছিলো । গোশালাতে যদি হাজারের আন্দাজে গরু থাকে, তাহলে কেউ সামলাতেও পারবে না । ভাট্টীও অল্পজনেরই হওয়ার ছিলো । তাদের মধ্যেও কেউ কেউ এখনো চলছে, কেউ কেউ আবার ছিন্ন হয়ে গেছে । কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে যে, আমরা প্রথম থেকে থাকলে ভালো হতো, কিন্তু এমনও নয় । পুরানো পুরানো কতো ভাগন্তি হয়ে গেছে । ২৫ - ৩০ বছরেরও যারা আছে, তারাও এতটা মনে রাখতে পারে না যে, ইনি হলেন অসীম জগতের বাবা, যাঁর থেকে আমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি । বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানান, এ হলো সেকেন্ডের কথা । বাবা বলেন, তোমরা আমার হলে স্বর্গের মালিক হতে পারবে ।জীবনমুক্তি তো রাজা - রানীও প্রাপ্ত করে, প্রজারাও প্রাপ্ত করে । এমন গায়ন আছে যে, সেকেন্ডে জীবনমুক্তি । যে বাচ্চারা সম্পূর্ণ পাঠ গ্রহণ করে না, তারা কি করবে ? চঞ্চলতা । কোনো কোনো বাচ্চা আবার খুব আজ্ঞাকারী হয় । তারা বাবার থেকেও ভালো পদ প্রাপ্ত করে । বাবা ১০০ - ২০০ উপার্জন করে, দেখা গেলো সন্তান লাখপতি হয়ে যায় । তাই অলৌকিক সম্বন্ধেও এমন হয় -- সাত দিনের বাচ্চা পঁচিশ বছরের বাচ্চার থেকেও তীক্ষ্ণ চলে যায় । নম্বরের ক্রমানুসার তো তো থাকেই।

বাস্তবে তোমরা তো সবাই সজনী, এক সাজনকে স্মরণ করো । তোমরা জানো যে, বাবা এসে আমাদের সুখধামের উত্তরাধিকার দান করেন। লৌকিক পতি তো থাকেই, তবুও স্মরণ তাঁকেই করা হয়, যিনি পতিরও পতি । পারলৌকিক সাজন অমৃত পান করান, তাই তাঁকে স্মরণ করা হয়, তারপর তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাও, তখন ওখানে তোমরা কাউকেই স্মরণ করো না । এখনকার পুরুষার্থ অনুসারে তোমরা ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ প্রাপ্ত করো । তোমাদের বুদ্ধি খুলে গেছে, তাও তা নম্বরের ক্রমানুসারে, তাই বাদশাহীও নম্বরের ক্রমানুসারেই প্রাপ্ত করো । তোমাদের সবই বোঝানো হয়েছে । এখানে ভালোভাবে পড়লে তোমরা পদও অনেক উচ্চ প্রাপ্ত করবে । না হলে অশিক্ষিত, শিক্ষিতের সামনে মাথা নত করবে । এখানে খুব ভালো পুরুষার্থ করতে হবে ।পুরুষার্থের জন্য এখন সময় খুব ভালো । তোমরা জানো যে -- যেখানে বাঁচতে হবে সেখানে জ্ঞানামৃতও পান করতে হবে অথবা পড়তে হবে । চারা লাগানো হতে থাকে । কেউ চট্ করে বুঝে যায়, তখন বুঝতে হবে যে, এর পদ তো খুব ভালো হবে দেখা যাচ্ছে, এ হলো খুব ভালো, কাছের দিকের ফুল, এ তন - মন - ধন অর্পণ করে বসে আছে, সার্ভিসে খুব ভালোভাবে লেগে গেছে । বুঝতে পারে যে, নিজের সময় যতো সার্ভিসে দেবে, ততই লাভ। বাবা যেমন আমাদের মতো জ্ঞান নেত্রহীন অন্ধের লাঠি হয়েছেন, আমাদেরও এমনই হতে হবে । তোমরা একে অপরের লাঠি হতে থাকো । রাবণ তোমাদের অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে । এ তোমাদের বোঝানো হয় যে, সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন লঙ্কা, সবাই শোক বটিকাতে বসে আছে । নাম রাখা হয়েছে অশোক হোটেল, ওখানে খুব মজা করা হয় ।

তোমরা এখন জানো যে, বাবা এসেছেন। মহাভারতের যুদ্ধও সামনে উপস্থিত। এ তো হতেই হবে, যেহেতু ঘরের গেটস খুলতে হবে ।দ্বাপরের তো কোনো কথাই নেই। এখন তো ঘোর অন্ধকার, তাই না । ব্রাহ্মণদের রাত এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, বাবা এখন এসেছেন। এই কথা বাচ্চারা, তোমরাই জানো । স্কুলে যে বাচ্চারা পড়ে, কেউ তো খুব ভালো মার্কস পায়, কেউ আবার ফেল করে যায় । ফেলের নিদর্শন হলো, তারা চন্দ্রবংশীতে চলে যাবে । রামকে ক্ষত্রিয়ের নিদর্শন দিয়ে দেওয়া হয়েছে । অর্থ কেউই বুঝতে পারে না । লব - কুশের কি - কি কথা মানুষ বসে শোনায় । কতো মিথ্যা দোষ লাগায় । এমন গেয়ে থাকে -- রাম রাজা, রাম প্রজা, ধর্মের উপকার। এরপর এই সব কথা কোথা থেকে এলো ? এই সব হলো বোঝার মতো কথা । তোমরা জানো যে, এই নলেজ নম্বরের ক্রমানুসারে আমাদের বুদ্ধিতে আছে । স্টুডেন্টদের খুব তীক্ষ্ণ পুরুষার্থ করা উচিত। আমরা হলাম গড ফাদারলী স্টুডেন্ট। টিচারকে কে না স্মরণ করবে ? আমরা হলাম পতিত পাবন গড ফাদারলী স্টুডেন্ট, এতে বাবা-টিচার এবং সদ্গুরু এই তিনই এসে যায় । তোমরা সকলেই সীতা, তাই না । তোমরা রাবণের শোক বাটিকাতে পড়ে আছো । ইনকরপোরিয়েল গড ফাদার হলেন জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল। শ্রীকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী -

নারায়ণকে এমন বলা হবে না। তাঁদের মহিমাই পৃথক। গীতেও মহিমা করা হয় -- তাঁর মহিমা অপরম অপার, যিনি এমন বানান। তোমরা বলো -- বাবা, আমরা তোমার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো। তুমি কতো মিষ্টি, কতো প্রিয়। লক্ষ্মী - নারায়ণ কতো মিষ্টি, কতো প্রিয়। লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র দেখো, সদাই হাসিমুখ দেখানো হয়। তোমরা জানো যে, দেবতারা এই ভারতেই ছিলেন। এখন তাঁরা কোথায়? তোমরা সবাইকে বলতে পারো যে, এই হলো তাঁর অন্তিম জন্ম। আবার শ্রীকৃষ্ণ হতে হবে। এখন কৃষ্ণপুরী স্থাপন হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাও এখন রাজযোগ শিখছেন। তোমরাও যদি কৃষ্ণপুরীতে যেতে চাও, তাহলে রাজযোগ শেখো। লক্ষ্মী - নারায়ণ বললে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণকে দোলনায় দোলা দেয়। পূজা লক্ষ্মী - নারায়ণের করে। তাঁদের কোনো ছোটবেলার চিত্র বা চরিত্র কিছুই নেই। রাধা-কৃষ্ণ এরপর কোথায় গেলেন, কি হলো -- কিছুই জানা নেই। রাধা-কৃষ্ণের নিজেদের মধ্যে কোনো ভাই-বোনের সম্পর্ক ছিলো না। এখন তো রাধা-কৃষ্ণের কোনো রাজত্ব নেই। দ্বাপরেও তাঁদের রাজধানী সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তাই এই সব কথা বোঝার জন্য খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন। লিবারেটার বানানোতেও পরিশ্রম লাগে। বিষ্ণুকে অলংকারে দেখানো হয়, কিন্তু বাস্তবে বিষ্ণুর এই অলংকার, অলংকার নয়। বিষ্ণু বা লক্ষ্মী - নারায়ণের তো শঙ্খ থাকেই না। তাহলে আমরা কি লিখবো? মানুষ তো কিছুই বুঝতে পারে না। শঙ্খ তো আছে তোমাদের কাছে। তাই অলংকার অবশ্যই ব্রাহ্মণদের দিতে হবে। তখন বলবে, এই ব্রাহ্মণ কোথা থেকে এলো? কিছুই বুঝতে পারবে না। তোমরা বোঝাতে পারো - আমরা ব্রাহ্মণরা স্বদর্শন চক্রধারী। এই সব কথা বোঝার জন্য বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। যারা প্রজাতে যাবে, এমন স্থূল বুদ্ধির যারা, তারা বুঝতে পারবে না। এই কথা বোঝাতে অনেক সমস্যা হয়। বাবা লেখেনও, হারানিধি স্বদর্শন চক্রধারী ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, কিন্তু তোমাদের কাছে অলংকার কোথায়। চিত্রতে দেবীদের তৃতীয় নয়ন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁদের তো তৃতীয় নেত্রই নেই। তোমাদের এখন তৃতীয় নয়নের উন্মোচন হয়েছে। তোমাদের মতো শক্তিদের অনেক মহিমা। জগদম্বা যখন আছেন তখন বাচ্চারাও সাথেই থাকবে। মেজরিটি হলো মাতাদের। মাতাদেরই উঁচুতে ওঠানো হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের সময় সার্ভিসে সফল করতে হবে। তন-মন এবং ধন সব অর্পণ করে যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ এই ঈশ্বরীয় পাঠ গ্রহণ করতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে একে অপরকে জ্ঞানের দ্বারা পালনা করতে হবে। এমন কোনো কার্য করবে না যাতে বাবার অবজ্ঞা হয়।

বরদানঃ- অবিনাশী অতীন্দ্রিয় সুখে থেকে সবাইকে সুখ প্রদান করে আর নিজেও সুখ প্রাপ্ত করে মাস্টার সুখদাতা ভব

অতীন্দ্রিয় সুখ অর্থাৎ আত্মিক সুখ, যা অবিনাশী। ইন্দ্রিয় স্বয়ং বিনাশী, তাই তার থেকে প্রাপ্ত সুখও বিনাশী হবে, তাই সদা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকো। তাহলে দুঃখের নাম-নিশানা আসতে পারবে না। যদি অন্য কেউ তোমাদের দুঃখও দেয়, তাহলেও তোমরা তা নিও না। তোমাদের স্লোগান হলো -- সুখ দাও, সুখ নাও। না দুঃখ দাও, আর না দুঃখ নাও। কেউ যদি দুঃখ দেয় তাহলে তা পরিবর্তন করে তোমরা সুখদান করো, তাকেও সুখী করো, তখনই বলা হবে মাস্টার সুখদাতা।

স্লোগানঃ- অধিক বলে এনার্জি নষ্ট করার পরিবর্তে অন্তর্মুখতার রসের অনুভাবী হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;